দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 22 MAY 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

জমে উঠেছে শিক্ষক রাজনীতি

২৯ মে ঢাকা ভার্সিটি সিনেটে ৩৫ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন

গিয়াস উদ্দিন রিমন ।। আগামী ২৯ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে ৩৫ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ফোরাম সিনেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১১শ' জন শিক্ষকের প্রতিনিধি হিসেবে ৩৫ জন শিক্ষক সিনেট সদস্য নির্বাচিত হবেন। নির্বাচনে শিক্ষকদের চার মতাদর্শে বিশ্বাসী ৪টি প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সাদা দল এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী-মূল্যবোধে বিশ্বাসী সাদা দলের পৃথক দু'টি প্যানেলের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা এখনও অব্যাহত রয়েছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি ইতিমধ্যেই বেশ জমে উঠেছে। শিক্ষকদের অফিস-বাসা সর্বত্রই চলছে প্রচার-প্রচারণা। বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব, শিক্ষক লাউঞ্জ সব জায়গা নির্বাচনী আলোচনায় সরগরম। শিক্ষকরা বলছেন, বিভিন্ন অনুষদের পরীক্ষা এবং অনার্সে ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে হঠাৎ করেই অত্যন্ত কম সময় দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত সপ্তাহে এই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। শিক্ষকদের সাদা ও গোলাপী দল-এর বিরোধিতা করে। পরে নির্বাচনের তারিখ

১১-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

ঢাকা ভার্সিটি সিনেট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

২৭ মে থেকে দু'দিন পিছিয়ে ২৯ মে করা হয়। সে অনুযায়ী মনোনয়নপত্র জমা ও প্রত্যাহারের তারিখও দু'দিন পেছানো হয়। ইতোমধ্যে সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী নীল দল, বাম ও মধ্যপন্থী শিক্ষকদের গোলাপী দল এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সাদা দল নির্বাচনে ৩৫টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য পৃথক তিনটি প্যানেল জমা দিয়েছে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী সাদা দল ৯ জন প্রার্থী দিয়ে পৃথক একটি প্যানেল জমা দিয়েছে। প্রথম সাদা দলটি বিএনপি সমর্থক এবং দ্বিতীয় সাদা দলটি জামায়াতে ইসলামী সমর্থক বলে পরিচিত। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এ দু'টি সাদা দলের মধ্যে সমঝোতার প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। তাদের এই সমঝোতা হওয়া না হওয়ার উপর নির্বাচনের ফলাফল অনেকাংশে নির্ভর করবে বলে শিক্ষকরা ধারণা করছেন। সিনেটে ৩৫ জন শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্যের সর্বশেষ নির্বাচনে শিক্ষকদের কোন দলই পূর্ণ প্যানেলে জয়ী হয়নি। সব ক'টি প্যানেলেরই প্রতিনিধিত্ব ছিল।